

হারানো, এভিটএভিট, ক্রয়-
বিক্রয়, নাম সংশোধন সহ
বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন যুব বিচিত্রা কার্যালয়ের
বিজ্ঞাপন বিভাগে।
Mob : 9678280073

সাপ্তাহিক

RNI : ASSBEN/2023/88999

Postal Regn No : SC-104/2025-2027

যুব বিচিত্রা

সত্যের খোঁজে সবার আগে.....

২৯১ দিন পর
দেশের মাটিতে
প্রত্যাবর্তনই হিট,
ধোনির শহরে
'বিরাট' সেধুরি
কোহলির
চলং পৃষ্ঠা



VOL - 02, ISSUE - 51

YUBO BICHITRA (Bengali Weekly), Friday 5 December, 2025::: শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বাংলা

RS. 10/-

মধুরাঘাটে বরাক সেতুর শিলান্যাস করতে শনিবার বরাকে আসছেন হিমন্ত

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : অবশেষে স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে মালুগ্রামের মধুরাঘাট এবং বরাক নদীর ও-পারের দুধপাতিল এলাকার বাসিন্দাদের। আগামী ৭ ডিসেম্বর রবিবার মালুগ্রাম মধুরাঘাটে বরাক নদীর উপর একটি নতুন আরসিসি সেতুর আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মালুগ্রাম এলাকা পরিদর্শন করেন বরাক উপত্যকা উন্নয়ন



বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রাই। তাঁর সঙ্গে সোম, পূর্ত গ্রামীণ সড়ক বিভাগের শিলচর- ছিলেন উদারবন্দের বিধায়ক মাহিরকান্তি উদারবন্দ টেরিটোরিয়াল ডিভিশনের

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ নাগ। এলাকা পরিদর্শন করে কৌশিক রাই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, মালুগ্রাম ও দুধপাতিল এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত নতুন এই মধুরাঘাট সেতু শিলচর শহরের সঙ্গে বৃহত্তর দুধপাতিল এলাকাকে যুক্ত করবে।

কৌশিক রাই লিখেছেন, নতুন এই প্রস্তাবিত বরাক সেতু নির্মাণে মঞ্জুর হয়েছে ৯৭ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্থানীয় **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

রাজ্যে উচ্ছেদ
চলবেই, সাফ
জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : সন্দেহজনক লোকের হাত থেকে সরকারি জমি মুক্ত করতে রাজ্যে উচ্ছেদ অভিযান নিরন্তরভাবে চলবে। সোমবার ফের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

চুরাইবাড়িতে
দু'কোটি টাকার
গাঁজা বাজেয়াপ্ত



যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, পাথারকান্দি : ফের বিশাল পরিমাণ শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট পুলিশ।

জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ত্রিপুরা থেকে এনএল-০৬-এ-৭৩৫৮ নম্বরের একটি ১২ চাকার লরি অসমের চুরাইবাড়ি পুলিশ চেক গেটে পৌঁছালে এতে দলবল নিয়ে তল্লাশি **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

গোয়ালঘর
দেখিয়ে বাগিয়ে
নেওয়া হচ্ছে
পিএম আবাস!

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে রাজ্যে বহু ভূয়ো সুবিধাভোগীর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলবার এ কথা কবুল করলেন রাজ্যের মন্ত্রী রঞ্জিত দাস। তিনি জানান, এ সব ভূয়ো সুবিধাভোগীর নাম খুঁজে বের করে তালিকা থেকে বাদ দিতে গ্রাম পর্যায়ে পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী এ দিন জানান, রাজ্যে এই প্রকল্পের অধীনে মোট আঠাশ লক্ষ পাকা **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

মহাসড়কের কাজ খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু ও বিজয়

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, হাফলং : গুয়াহাটি-শিলচর সংযোগী ইস্ট ওয়েস্ট করিডর (মহাসড়ক) নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ করতে রাজ্যের হিমন্তবিশ্ব সরকার যে যথেষ্ট সিরিয়াস, তা গত কয়েকদিনে স্পষ্ট হয়েছে। বরাক উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী কৌশিক রাই-এর এক পক্ষকালের মধ্যে দু'বার এই সড়কের কাজ নির্মাণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পর সোমবার শৈল শহরে এলেন আরেক মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকারকে সঙ্গে নিয়ে মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এদিন হাফলঙে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকও করেন তিনি।

উল্লেখ্য, সোমবার প্রথমবারের জন্য হাফলং সফরে আসেন পশুপালন, মৎস্য ও পূর্ত (পিএমজিএসওয়াই) বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু। ডিমা হাসাওর সদর শহরে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী পাল স্বশাসিত পরিষদের সিইএম কনফারেন্স হলে সতীর্থ মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা ও বিধায়ক মালাকারকে পাশে বসিয়ে একের



পর এক সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের কাজের অগ্রগতির খোঁজ নেন।

পর্যালোচনা বৈঠক চলাকালীন জেলা মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক ছত্র পাটোর জেলার মৎস্যক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। লোকনির্মাণ বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ সালের জন্য প্রস্তাবিত ১১৬.৪৬ কিলোমিটার পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পের অধীনে সড়কের **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

নাজিরায় অসম দিবস উদযাপন, মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা উন্মোচন করলেন চুকাফার মূর্তি

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : অসম দিবসের দিনটিতে নাজিরায় উদ্বোধন হলো চাওলুং চুকাফার প্রতিমূর্তি। তাই আহোম উন্নয়ন পরিষদের বস্তুত অর্থে নির্মাণ করা হয় চুকাফার প্রতিমূর্তিটি। বড় অসমের প্রতিষ্ঠাতা চাওলুং চুকাফাকে আজ এই বিশেষ দিনটিতে সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে পাটকাই পর্বত পার হয়ে আহোম সাম্রাজ্য স্থাপন করে ৬০০ বছর শাসন করে বড় অসম গড়ে তোলা চাওলুং চুকাফার অবদানের বিষয়ে সারা বিশ্ব জানে। আহোমদের শাসনের সময় নির্মাণ হওয়া ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ



নির্বিশেষে সবাইকে এক করে বড় অসম গড়ে তুলেছিলেন চাওলুং চুকাফা। কাজেই এই বিশেষ দিনটিতে চুকাফাকে স্মরণ করে অসম দিবস উদযাপন করা হয় সারা অসমে। এই বিশেষ দিনটিতে শিবসাগর জেলায় বিশেষ পরিবেশ বিরাজ করে। নাজিরায় সাংস্কৃতিক পরিব্রম্মা **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০ কোটি জিসি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুদান : মন্ত্রী পেণ্ড

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, শিলচর : শিলচরে সরকারি বইমেলায় উদ্বোধন করতে এসে সোমবার গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেণ্ড। এই সফরকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অনুষ্ঠান আয়োজন করে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা জানান উপাচার্য ড. নিরঞ্জন রায়। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসরুমে জিজ্ঞাসু হওয়ার অর্থাৎ শিক্ষকের কাছ থেকে সবকিছু ভাল করে জানার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

এ দিকে বইমেলা প্রাঙ্গণে এই ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডাঃ রণোজ



পেণ্ড বলেন, গুরুচরণ সহ রাজ্যে যে ক'টি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো

উন্নয়নে ১০ কোটি করে টাকা দেওয়া হয়েছে পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে। ওই অর্থে শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে গুরুচরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশাপাশি তিনি বলেন, কলেজ টিলায় যে ক্যাম্পাস রয়েছে এটি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বৃহৎ ক্যাম্পাস তৈরি করতে জমি দেখার কাজ চলছে। জমি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সরকার দু'তিনটি জমি দেখেছে। এরমধ্যে একটি চূড়ান্ত হবে। এক্সটেনশন ক্যাম্পাসের জমি কি শহরের বাইরে নেওয়া হবে। পেণ্ড বলেছেন, সরাসরি শহর এলাকায় জমি পাওয়া না গেলেও শিলচরের আশপাশেই গড়ে উঠবে ক্যাম্পাস। এ নিয়ে স্থানীয় মন্ত্রী ও বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিরঞ্জন রায় **এরপর দুয়ের পাতা য়—**

একের পাতার পর —

মধুরাঘাটে বরাক সেতুর শিলান্যাস করতে শনিবার বরাকে আসছেন হিমন্তু

মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, হিমন্তুবিশ্ব শর্মার তৎপরতায় শিলচর তথা বরাকের উন্নয়নে এই সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত করবে। মন্ত্রী এ দিন মালুগ্রামে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জায়গার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য মালুগ্রাম উদয়ন সংঘের মাঠও পরিদর্শন করেন। এ দিকে পূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সেতুর টেন্ডার হয়ে গেছে। জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও শেষের পথে। আগামী ২০২৬-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যে উচ্ছেদ চলবেই, সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

শর্মা উচ্ছেদ নিয়ে এই হুঁকার ছাড়লেন। তিনি বলেন, সমগ্র অসমে সন্দেহজনক লোক বনাঞ্চল সহ বিজিআর, পিজিআর ও সরকারি জমি জবরদস্তি দখল করে বসতি গড়ে তুলেছে। এক এক করে এ সব সরকারি জমি জবরদখল মুক্ত করা হবে। সন্দেহজনক লোকের হাত থেকে সরকারি জমি উদ্ধার করতে এই উচ্ছেদ অভিযান সমগ্র অসমে নিরন্তর চলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উচ্ছেদ অভিযান এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে নগাঁওয়ের লুটিমারি বনাঞ্চল মুক্ত করা হয়েছে। এ বার বরপানিতেও পুনরায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। তিনি বলেন, সন্দেহজনক লোকের কজায় থাকা বনাঞ্চল, বিজিআর, পিজিআর সহ সরকারি জমি মুক্ত করা হবেই।

মহাসড়কের কাজ খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী কৃষেন্দু ও বিজয়

কাজের ৯০ শতাংশ ডিপিআর প্রস্তুত করা হয়েছে।

মন্ত্রী পাল পশুপালনের ক্ষেত্রে জেলার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা তুলে ধরেন এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যের তুলনায় ডিমা হাসাওতে পাওয়া অনন্য মিথুন প্রজাতির স্বীকৃতির জন্য একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করতে পশুচিকিৎসা দলকে নির্দেশ দেন।

এ দিন নাহাইর এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত থেকে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের কাজের অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেন। মন্ত্রী এ ক্ষেত্রে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার ওপর জোর দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রজেক্ট বাস্তবায়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সময়মতো প্রস্তাব জমা দিতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি মহাসড়ক যাতে যানজট মুক্ত থাকে সে ক্ষেত্রে নাহাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন। কারণ মহাসড়ক ধরে দূরপাল্লার পণ্য বোঝাই লরি চলাচল করে এবং প্রায়ই দেখা যায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে নাহাই কর্তৃপক্ষ মন্ত্রী কৃষেন্দু পালকে আশ্বস্ত করে বলেন, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর চারলেনের; যদিও নির্মাণ কাজ চলতে থাকায় একাংশ এলাকায় দুইলেন সচল রয়েছে। তবে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হবে না।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার, ইএম দনপাইনন থাওসেন, জেলা বিজেপি সভাপতি পরিষদ সদস্য ধৃতি থাওসেন, প্রধান সচিব (এন) রাজিত করিগাপসা, যুগ্ম সচিব রেবেকা চাংসান, মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর গৌরী সরকার দাস, পশুপালন ও ভেটেরিনারি বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ জয়ন্ত কুমার গোস্বামী, অতিরিক্ত জেলাশাসক সঙ্গীতা দেবী সহ অন্যরা।

পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০ কোটি জিসি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুদান : মন্ত্রী পেণ্ড

জানান, রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পর পূর্ত বিভাগের দল এসে কলেজ টিলা ক্যাম্পাসে সার্ভে করে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই অর্থে অ্যাকাডেমিক ভবন তৈরি করা হবে। যেখানে চালু হবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ এমএ, এমএসসি, এমকম-এর কোর্স ও ক্লাস। পাঁচ তলার শৈক্ষিক ভবন হবে এটি। সঙ্গে চলবে গবেষণার পড়াশোনাও। পূর্ত বিভাগ সার্ভে করে যাবার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে ডিসেম্বর মাসেই নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া হবে। শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলেছেন, বড়সাপ্পনে একটি জমি দেখা হয়েছে। তবে তিনি সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন, শিলচর শহরতলির অরণ্যচল এলাকার কুমারপাড়ায় ২০০ বিঘা পরিমাণের বড়সড় একটি জমি রয়েছে। সেখানেও জিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে তোলা যাবে।

চুরাইবাড়িতে দু'কোটি টাকার গাঁজা

করেন ওসি আনন্দ মেধি।

পুলিশে তল্লাশিতে লরির বডির উভয় পাশে বিশেষ কৌশলে মজুদ রাখা ৬৭ প্যাকেটে ৩ কুইন্টাল ৭৬ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আটক করা হয় লরি চালককেও। ধৃত চালকের নাম রাকেশ

চক্রবর্তী। বাড়ি ত্রিপুরার কমলানগরের জিরানিয়ায়।

গাঁজাগুলো ত্রিপুরা থেকে শিলংয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছে চালক ধৃত চালকের তথ্যের ভিত্তিতে এই পাচারের কাণ্ডের তদন্ত শুরু করেন পাথারকান্দি সমজেলার পুলিশ সুপার অর্গিবান শর্মা।

তিনি জানান, বাজেয়াপ্ত গাঁজাগুলো ত্রিপুরা থেকে অসমের চুরাইবাড়ি হয়ে শ্রীভূমি অভিমুখে যাওয়ার পথে পুলিশের সন্দেহ হলে লরিতে তল্লাশি করা হলে বিপুল পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার হয়। বাজেয়াপ্ত গাঁজার মূল্য প্রায় দু'কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ধৃত চালকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাজিরায় অসম দিবস উদযাপন, মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা উন্মোচন করলেন চুকাফার মূর্তি

বিভাগ এবং তাই আহোম উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে শিবসাগর জলা প্রশাসন এবং আটাসু নাজিরা মহকুমা কমিটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় অসম দিবস। অসম দিবসের দিনটিতে নাজিরায় উদ্বোধন করা হল চুকাফার প্রতিমূর্তি। প্রায় ২০ ফুট উঁচু মূর্তিটি উদ্বোধন করেন অসম সরকারের জল সম্পদ বিভাগের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিমল বরা, অসম সরকারের লোক নির্মাণ বিভাগ পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের ক্যাবিনেট মন্ত্রী যোগেন মোহন, সোনারি কেন্দ্রের বিধায়ক ধর্মেশ্বর কৌণ্ডর, ডিমৌ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত বরগোঁহাই। চুকাফা দিবসের বিশেষ দিনটিতে উদ্বোধন হওয়া প্রতিমূর্তিটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মূর্তিটির সঙ্গে সুন্দর করে গড়ে তোলা উদ্যান উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঢল নামে।

আরও খবর.....

শীঘ্রই কয়েক লক্ষ পরিবারকে ৩০০ টাকায় রান্নার গ্যাস : মুখ্যমন্ত্রী

যুব বিচিত্রা প্রতিবেদন, গুয়াহাটি : ছাবিশের বিধানসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজ্যবাসীর জন্য সান্ত্বনাজের ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তুবিশ্ব শর্মা। একের পর এক সুবিধাভোগী প্রকল্প তিনি ঘোষণা করে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার রাজ্যের বেশ কয়েক লক্ষ পরিবারের জন্য আরেকটি সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। জানালেন খুব শীঘ্রই রাজ্যের বেশ কয়েক লক্ষ পরিবার মাত্র ৩০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পাবে।

কয়েকমাস আগেই অবশ্য বরাক উপত্যকা সফরে এসে এই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন হিমন্তু। মঙ্গলবার নিজের সামাজিক মাধ্যমের হ্যাণ্ডলে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য দিলেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, ‘তিনশো টাকায় রান্নার গ্যাস অসমে বাস্তব হতে যাচ্ছে।’ কারা এই সুবিধা পাবেন, তা-ও তিনি এ দিন জানিয়ে রেখেছেন। বলেছেন, অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে থাকা এবং প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা প্রকল্পের হিতাধিকারীরা প্রতি সিলিন্ডার পিছু আড়াইশো টাকা করে ভর্তুকি পাবেন। যে ভর্তুকি দেবে রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, এতে করে রাজ্যের কয়েক লক্ষ পরিবারের মাসিক খরচের বোঝা কিছুটা হলেও কমবে। এটিকে ‘মুখ্যমন্ত্রী সুলভ ইন্ধন প্রকল্প’-এর পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আড়াইশো টাকা ভর্তুকি দিলে সিলিন্ডারের দাম কী করে তিনশো টাকা হবে? একটি সিলিন্ডারের দাম তো আজকের দিনে ন’শো টাকার বেশি। রাজ্য সরকার আড়াইশো টাকা ভর্তুকি দিলে দাম হওয়ার কথা সাড়ে ছ’শো টাকা। এ ব্যাপারে দিসপুরের সরকারি সূত্র জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে



রান্নার গ্যাসের দাম ৯০২ টাকা থেকে শুরু করে ৯৯০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ভর্তুকি দেয় ৫২ টাকা থেকে ১১২ টাকা পর্যন্ত (অবশ্য সবাই এই ভর্তুকি পান না)। এই ভর্তুকির পর সিলিন্ডারের দাম কমে আসে ৮৫০ থেকে ৮৭৮ টাকার মধ্যে।

রাজ্যের বেশ কিছু পরিবার পিএম উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে সিলিন্ডার পিছু তিনশো টাকা করে ভর্তুকি পান। ফলে ৮৫০ থেকে ৩০০ টাকা ভর্তুকিতে বাদ দিলে সিলিন্ডারের দাম দাঁড়ায় ৫৫০ টাকা। এখন রাজ্য সরকার যদি অতিরিক্ত ২৫০ টাকা রেহাই দেয় তবে সিলিন্ডারের দাম গিয়ে দাঁড়াবে তিনশো টাকা।

শর্ত একটাই, অরুণোদয় ও পিএম উজ্জ্বলা প্রকল্পের সুবিধাভোগী পরিবারই রাজ্য সরকারের এই সুবিধা পাবে। তবে এতেও একটা জটিলতা থাকবে। রাজ্যের সব জায়গায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম এক নয়। বরাক উপত্যকায় প্রতি সিলিন্ডারের দাম ৯৯০

গোয়ালঘর দেখিয়ে বাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে পিএম আবাস!

ঘর অনুমোদন পেয়েছে। এরমধ্যে বাইশ লক্ষ ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি ছ’লক্ষের কাজ চলছে। আগামী বছরের জন্য সারা দেশে আরও দু’কোটি ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এরমধ্যে দশ লক্ষ ঘর অসম পাবে বলে রাজ্য সরকারের আশা।

মন্ত্রী দাস জানান, এই প্রকল্পের অধীনে যাঁদের পাকা ঘর রয়েছে, তাঁরা নতুন করে ঘর নির্মাণের মঞ্জুরি পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে অনেকেই নিজেদের গোয়াল ঘরকে জিও ট্যাগ করে আবাস প্রকল্পে ঘর বাগিয়ে নিচ্ছেন। যা সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে সুবিধাভোগী বাছাই-এ গ্রাম পর্যায়ে বৈঠক হয়। তারপর তা বিভাগীয় কর্তারা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিলমোহর দেন। সেখানেই ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

তিনি জানান, এটা রুখতে ইতিমধ্যে বিভাগীয় কর্তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে সরেজমিনে যাচাই করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদের ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়বে, তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়বে।

রাজ্যে হঠাৎ করেই ডিমের দাম লাফিয়ে বাড়ার খবরেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। জানান, বিষয়টি সরকারের নজরে রয়েছে। জেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ করে ডিমের দাম এভাবে বাড়ছে কেন, তা-ও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তবে তাঁর পরামর্শ, ‘আগে রাজ্যের বড় অংশ নির্ভর করত অল্পপ্রদেশ থেকে আসা মাছের ওপর। এখন মাছ উৎপাদনে রাজ্য অনেকটাই স্বনির্ভর হয়েছে। বাইরে থেকে মাছের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ডিমের ক্ষেত্রেও যদি রাজ্য স্বনির্ভর হতে পারে তবে এই সমস্যা অনেকাংশে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

টাকার আশেপাশে। এরমধ্যে আজকাল সিংহভাগ পরিবারই কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি পান না। সে ক্ষেত্রে দাম থাকবে ওই ৯৯০ টাকাই। এরমধ্যে উজ্জ্বলা প্রকল্পে তিনশ’ টাকা ভর্তুকি পেলে দাম দাঁড়াবে ৬৯০ টাকা। রাজ্য সরকারের আড়াইশ’ টাকা ভর্তুকি বাদ দিলে সিলিন্ডারের দাম পড়বে ৪৪০ টাকা। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তিনশো টাকায় সিলিন্ডার পাওয়ার ব্যাপারে একটা জটিলতা থেকেই যাবে। এটা সরকার কী করে কাটিয়ে উঠবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইতিমধ্যে ক্যাগ-এর রিপোর্টে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রকাশ্যে এসেছে। যেভাবে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের নামে দান-খয়রাতি করে চলেছে সে ব্যাপারে রীতিমতো লাল সঙ্কেত দেখিয়েছে ক্যাগ। এমন পরিস্থিতিতে রান্নার গ্যাসে এই ভর্তুকি রাজ্য কোষাগারে চাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

কোন কারণে ও কাদের মশা বেশি কামড়ায় ? গবেষণা যা বলছে শুনলে চমকে যাবেন



ডেঙ্গি হোক বা ম্যালেরিয়া, কিংবা জিকা বা হলুদ জ্বর মশা থেকে অজস্র রোগ শুধু ছড়ায় না, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রাণী এই পতঙ্গ। আসছে শীত, মশাদের এবার পৌষমাসক মশাকে বলা হয় মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু। বর্ষায় পরিবার বাড়িয়ে মশাদের এখন পোয়া বারো। এ বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝোড়ো ব্যাটিং এর পালা। জানেন মশারা কোন কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে? এই নিয়ে গবেষণায় যে ফল বেরিয়েছে, তা শুনলে যে কেউ চমকে যাবেন।

গবেষণা বলছে, কয়েকটা জিনিস মেনে চললেই আপনার পিছনে যেভাবে মশা ঘুরঘুর করে, তা এড়ানো যাবে। আর মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হতে হবে না। একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিছু লোককে মশা সত্যিই বেশি ভালবাসে।

কাদের পছন্দ মশার— ঘামের গন্ধে ঘুরঘুর করে মশার দল। যাঁদের ঘাম থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া বেশি

বেরোয়।

মশার খাদ্য এবং অগ্রপের রক্তের মানুষ যাঁদের রক্তের গ্রুপ অ এবং এবি, অন্যদের তুলনায় তাঁদের মশা বেশি কামড়ায়। চিকিৎসক অনির্বাক্য দলুই বলেন, কোন মানুষের ল্যাকটিক অ্যাসিড বেশি, কোন মানুষের কম, সেগুলো খুঁজে বের করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ ও সহজ নয়। তাই মশার বংশবিস্তার আটকানোর কিছু ব্যবস্থা আছে, সেগুলোর দায় সরকার, পুরসভা ও সাধারণ মানুষ সকলেরই।

মশার আত্মদ— যাঁদের শরীর থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়, তাঁদের মশারা বেশি হামলা করে। যাঁরা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়েন, বাইরে বেশি কথা বলেন, যাঁরা মুখ খুলে ঘুমোন তাঁদের শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি বের হয়। মশার টার্গেট থাকে এই ধরনের ব্যক্তিরা।

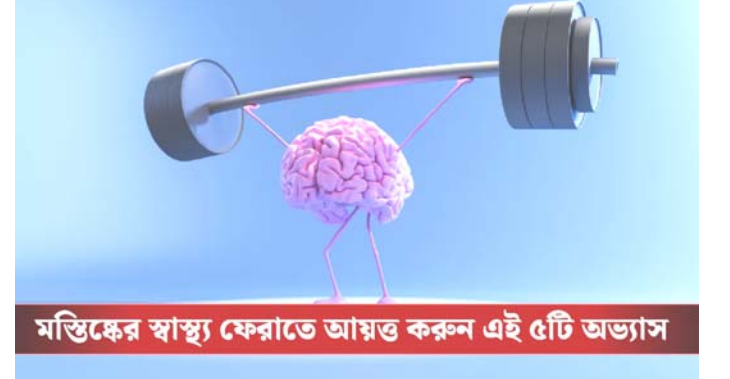
মুখ ও নাক থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয় বলে মাথার উপর মশার বাঁক

বনবন করে ঘোরে— যাঁদের শরীর বেশি ঘামে,

তাঁদের মশা বেশি কামড়ায়। কারণ ঘামে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড মশার বেশ পছন্দের। যাঁরা ঘামে বেশি, তাঁদের বহু দূর থেকেই হৃদিস পেয়ে যায় মশারা। অন্তঃসত্ত্বা, অতিরিক্ত মেদযুক্ত মানুষদের প্রতি মশা বেশি আকর্ষিত হয়। একজনের চামড়ায় বা ত্বকে কতটা পরিমাণ ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে মশার কামড়। যেখানে ব্যাক্টেরিয়া বেশি, সেখানে মশার আকর্ষণও বেশি। তাই ব্যাক্টেরিয়া বেশি থাকার জন্য পা ও গোড়ালিতে বেশি কামড় দেয় মশারা। সেইসঙ্গে বিজ্ঞান বলছে মশার কামড় বেশি খাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জিনও। মশার কার্বন ডাই অক্সাইড বোঝার ক্ষমতা মারাত্মক। ১০০ ফুট দূর থেকেও মশা সিও২ টের পায়। কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস বলছেন, লম্বা ও মোটা মানুষের বিপদ বেশি। একটি সাধারণ মানুষের থেকে লম্বা ও মোটা মানুষদের শরীর থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। আর বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হওয়ার অর্থ মশাকে বেশি করে আকৃষ্ট করা।

সুরাপ্রেমীরা সাবধান— মদ খাওয়ার পর ঘাম থেকে বেরোয় ইথানলের গন্ধ। আর সেই ইথানলের গন্ধ টেনে আনে মশাদের। কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস আরও বলেন, বেশি মদ খেলেই বেশি ঘাম হয়, আর ঘাম হওয়ার অর্থই তাতে বেশি ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে। এই ল্যাকটিক অ্যাসিড ডেঙ্গির মশায় এডিসকে আকৃষ্ট করে।

সময়ের আগেই মস্তিষ্কের কর্মী মতা কমে যাচ্ছে? নিউরোসার্জন দিচ্ছেন 'ব্রেন-ফিট' থাকার সহজ মন্ত্র



মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ফেরাতে আয়ত্ত্ব করুন এই ৫টি অভ্যাস

আজকের দ্রুত গতির জীবনে শরীরের যত্নের পাশাপাশি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বা 'ব্রেন হেলথ' ঠিক রাখাও অপরিহার্য। কারণ স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মনোযোগের অভাব বা অ্যালজাইমারের মতো সমস্যা এখন কম বয়সেও দেখা যাচ্ছে। হার্ভার্ড হেলথ অনুসারে, মস্তিষ্কের রয়েছে নিউরোপ্লাস্টিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এটি প্রতিনিয়ত আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের ওপর ভিত্তি করে নিজেকে নতুন করে তৈরি করে। মিশিগানের জনপ্রিয় নিউরোসার্জন জানাচ্ছেন, যে কোনও ব্যক্তি দৈনন্দিন মাত্র ৫টি অভ্যাস পরিবর্তন করলেই বাড়বে ব্রেনের ক্ষমতা।

মিশিগান নিউরোসার্জারি ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন ডাঃ জে জগন্নাথন ইনস্টাগ্রামে ৫টি বিশেষ অভ্যাসের কথা বলেছেন, যা পালন করে মস্তিষ্কে শক্তিশালী রাখা যায়। সেগুলি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. ঘুমের রুটিনে শৃঙ্খলা দরকার

ডাঃ জে জোর দিয়েছেন ঘুমের পরিমাণের চেয়েও ঘুমের সময়সূচির নিয়মানুবর্তিতার ওপর। প্রতিদিন রাতে কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো আবশ্যিক। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমোতে যাওয়া এবং একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস তৈরি করা। এই ডিসপ্লিন মস্তিষ্কে বিশ্রাম নিতে এবং রিচার্জ করতে সাহায্য করে।

২. স্ট্রেস ট্রেনিং

যদিও এটি শারীরিক ব্যায়াম, তবুও এটি মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ দিন হালকা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং বা স্ট্রেস ট্রেনিং করা উচিত। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং শরীরের সহনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা মস্তিষ্কের পারফরম্যান্সকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

৩. ধ্যান বা মেডিটেশন করতে হবে

শরীর ও মস্তিষ্কের মধ্যে একটি নিরন্তর যোগাযোগ রয়েছে। মেডিটেশন বা যোগা সেই সংযোগকে আরও শক্তিশালী করে। এটি দীর্ঘ দিনের কাজের পর মস্তিষ্কের স্ট্রেস কমায় এবং নার্ভাস সিস্টেমকে শান্ত করে। নিউরোসার্জন এটিকে 'মাইন্ড-বডি ইন্টারফেস' মজবুত করার অন্যতম উপায় বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. বার্নআউট চক্র এড়িয়ে চলুন

শারীরিক, মানসিক ও আবেগের দিক থেকে সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ 'বার্নআউট' মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যদি আপনি নিয়মিতভাবে নিজেকে চরম সীমায় ঠেলে দেন, তবে আপনার চিন্তা করার প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কে সচল রাখতে এবং মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই বার্নআউট চক্র থেকে বেরিয়ে আসা অপরিহার্য।

৫. হিরো লাইফস্টাইল ত্যাগ করুন

ডাঃ জে এমন জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, যেখানে ক্লান্তি সত্ত্বেও বিশ্রাম না নিয়ে কেবল উৎপাদনশীলতার নামে নিজেকে অতিরিক্ত পরিশ্রমী হিসেবে জাহির করা হয়। তিনি মনে করিয়ে দেন, স্মার্টলি কাজ করা এবং মস্তিষ্কে রিচার্জ করার জন্য সময় দেওয়াই আসল কাজ। বিশ্রাম বাদ দিয়ে 'নন-স্টপ পেস' বজায় রাখার এই অভ্যাস মস্তিষ্কের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর।

স্বাদমতো

প্রণালী:

গরম জলে মিনিট পাঁচেক ডুবিয়ে হবে। তেমনই আবার মুখরোচক রাখা বেকার্ন তুলে দিন। একটি খাবার মন ভোলাবে তার। বহু খুদে পাতে রাখুন। এবার কুঁচি কুঁচি করে ফল দেখলে নাক সিঁটকোয়। পিঁয়াজ, গাজর, শশা কেটে নিন। আপনারাটিও কি তেমনই? খুদের কর্নের সঙ্গে সবজি মিশিয়ে নিন। স্বাস্থ্য ফেরাতে ফলের কোনও একে একে স্বাদমতো নুন, চাটমশলা বিকল্প নেই।

খুদে ভারী খাবার না খেয়েই স্কুল যায়? টিফিন বক্সে থাক স্পেশাল মম টাচ.....

দসি্যপনা করে ঘুমোতে দেরি। ভোর হতে না হতেই স্কুলের জন্য দৌড়। কাকভোরে স্কুল যাওয়ার আগে ভালো করে খাওয়াদাওয়া হয় না খুদের। তার ফলে পুষ্টির অভাব। আর নিত্যদিনের নানা রোগভোগ। এই পরিস্থিতিতে মায়ের জাদুতে খুদে হয়ে উঠতে পারে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

স্বাভাবিকভাবেই খুদেরা পুষ্টি নিয়ে ভাবে না। তাই তাদের স্বাস্থ্যকর খাবারে মন নেই। পরিবর্তে স্বাদ ভালো অথচ পুষ্টিগুণহীন খাবার বেশি পছন্দ করে। তাই তাদের টিফিন বক্সে খাবার দেখতে সুন্দর কিনা, সেদিকে বেশি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সুন্দর অথচ পুষ্টিকর কী কী খাবার খুদেকে দিতে পারেন, দেখে নিন সেই তালিকা:

নানারকম সবজি দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করে দিতে পারেন।

উপকরণ: স্যান্ডউইচ ব্রেড: ২টি, পিঁয়াজ — ১টি (ছোট), গাঁজর — ১টি, ক্যাপসিকাম — ১টি, টমেটো

— ১টি, মেয়োনিজ, টমেটো সস।

প্রণালী:

একটি পাতে মেয়োনিজ এবং টমেটো সস মিশিয়ে নিন। পিঁয়াজ, গাঁজর, ক্যাপসিকাম গ্রেট করে নিন। একটি স্যান্ডউইচ ব্রেডের উপর মেয়োনিজ ও সসের মিশ্রণ লাগান। উপরে এবার গ্রেটেড সবজি দিয়ে দিন। অর্ধেক করে কেটে গ্রিল করুন। দেখবেন টিফিন বক্স নিমেষে ফাঁকা। এমনিতে অনেক খুদেই রুটি খেতে পছন্দ করে না। রুটি রোল তৈরি করে দিতে পারেন।

উপকরণ:

আটা কিংবা ময়দা — ২টি রুটির মতো, সেদ্ধ আলু — ১টি (ছোট), পিঁয়াজ — ১টি (ছোট), গাঁজর — ১টি, ক্যাপসিকাম — ১টি, টমেটো — ১টি

প্রণালী:

আটা মেখে প্রথম রুটি তৈরি করুন। এবার একটি পাতে আলু সেদ্ধর সঙ্গে উপকরণ হিসাবে থাকা গ্রেটেড সবজি মেখে নিন। রুটি সঁকা হয়ে গেলে ভিতরে ওই মিশ্রণটি পুর



হিসাবে দিন। তাতেই বদলে যাবে শুকনো রুটির স্বাদ। আর খুদেও চেষ্টেপুটে খেয়ে নেবে টিফিন। আপনার খুদে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগে? তবে ওটস চিলা দিতে পারেন।

উপকরণ:

ওটস — ১ কাপ, টকদই — ২ চামচ, পিঁয়াজ — ১টি (ছোট), গাঁজর — ১টি, চাটমশলা — স্বাদমতো, নুন — স্বাদমতো।

প্রণালী:

মিক্সার গ্রাইন্ডারের একটি পাত্র নিন। তাতে ওটস এবং টকদই দিয়ে দিন। একটু ভারী মিশ্রণ তৈরি করুন। তাতে গ্রেট করে রাখা

গাঁজর, পিঁয়াজ দিয়ে দিন। কড়াই বা চাটু গরম করুন। তাতে মাখন দিন। অল্প করে ওই মিশ্রণ দিন। দু'দিক কড়া করে সঁকে নিন। এই টিফিনের সঙ্গে সস কিংবা ধনেপাতার চাটনি দিতে পারেন খুদেকে।

খুদে মুখরোচক খাবার খেতে বেশি পছন্দ করে। তাই কর্ন সালাড বানিয়ে দিতে পারেন।

উপকরণ:

বেবি কর্ন: ১০০ গ্রাম, পিঁয়াজ — ১টি (ছোট), গাজর — ১টি, শশা — ১টি, পাতিলেবু — ১টি, চাটমশলা — স্বাদমতো, নুন —

YUBO BICHITRA (BENGALI NEWSPAPER)

যুব বিচিত্রা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা

বর্ষ: ২, সংখ্যা, ৫১, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বাংলা

সম্পাদকের কলামে.....

আগ্রার 'তাজ'

ঘটনাটা এই 'এসআইআর', 'সিএএ' আবহে তড়িত প্রতিবেশে সংঘটিত হয়নি। হয়েছিল ৬০ বছর আগে। পুরুষোত্তম নাগেশ ওক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঘুম ভাঙল। তিনি ঘুম থেকে উঠে দাবি করে বসলেন, আগ্রার তাজমহল আসলে একটি হিন্দু ধর্মস্থান! খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়েছিল। পুরুষোত্তম ইংরেজি ভাষার শিক্ষক ছিলেন।

শিক্ষকতা করেছেন। আদালতে আইনজীবীর কাজও করেছেন। কিন্তু তিনি কস্মিনকালেও ইতিহাসবিদ ছিলেন না। এহেন পুরুষোত্তম নাগেশকে তাঁর বন্ধুরা বোঝালেন— তাজমহল তো খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর স্থাপত্যের নিদর্শন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর নিদর্শন। চতুর্থ শতাব্দীর স্থাপত্যকলায় তাজমহলের মতো কুশলতা থাকতে পারে না। পুরুষোত্তম তখন চতুর্থ শতকের নমুনা তাজমহলে খুঁজে খুঁজে বের করতে শুরু করলেন। কল্পনাবিলাসকে বাস্তবোচিত করে তোলার অভিপ্রায়ে। আর তারই সূতো ধরে ১৯৮৯ তে তিনি বেশ কিছু নিবন্ধ, এমনকী একটা আস্ত বই লিখে ফেললেন, যেগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় একটাই— তাজমহল অতীতে হিন্দু মন্দির ছিল। এবারও ইতিহাসবিদদের পাশে পেলেন না। এমনকী, শীর্ষ আদালত ২০০০ সালে 'পাগলের প্রলাপ' বলে তাজমহল নিয়ে তাঁর দাবি উড়িয়ে দিল। কিন্তু ২০১৪ তে নরেন্দ্র মোদীর দিল্লি দখলের পর থেকে ইতিহাস বোঝার প্রিজমটা উলটে গেল। খেয়ালখুশি মতো তত্ত্ব খাড়া করে ইতিহাসের পাতায় সুবিধামতো গুঁজে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় আর ফেসবুক পাঠশালা থেকে ভুরি ভুরি অধ্যবসায়ী ইতিহাস বের হতে লাগল। চলচ্চিত্রে, পরিবর্তিত হয়ে, প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল মনগড়া কাল্পনিক ইতিহাস। এরকম একটা প্রতিবেশে আমরা পেলাম 'দ্য তাজ স্টোরি'। তুবার অমরীশ গোয়েলের ছবি।

অন্যতম অভিনেতা পরেশ রাওয়াল, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ। 'দ্য তাজ স্টোরি' আর কিছুই নয়, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' কিংবা মিঠুন চক্রবর্তী ও অনুপম খের অভিনীত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'—এর মতো সুনির্দিষ্ট দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত রাজনৈতিক প্রচারধর্মী ছবি। এই 'দ্য তাজ স্টোরি' তে ইতিহাস নয়, গল্পের গুরু গাছে উঠে গেল। ঐতিহাসিক নথি, নিদর্শন, পোক্ত জ্ঞান ছাড়া অনেক ব্যক্তিই এই মতামত ছড়াতে শুরু করল যে, তাজমহল অতীতে হিন্দু মন্দির ছিল। ইতিহাস, কিংবদন্তি, কল্পনা— সব ঘণ্ট পাকিয়ে গেল। তথ্যের ডানা খসিয়ে কাল্পনিক সত্যের উড়ান শুরু হল। সংগীত সোমের মতো কেউ কেউ এটিকে পর্যায়ক্রমে শিব মন্দির এবং পিতৃস্মৃতিতে নির্মিত সৌধ হিসাবে চিহ্নিত করতে শুরু করলেন। নাগেশ পুরুষোত্তম ও অমরীশ গোয়েলের সৌজন্যে শাহজাহান তো বটেই, ঔরঙ্গজেবও খাবি খেতে শুরু করলেন নিজ-নিজ সমাধিতে। কারণ, সংগীত সোম এমন কথাও বললেন যে, তাজমহল নাকি শাহজাহানের স্মৃতিতে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত সমাধিসৌধ। 'লিখিত' ইতিহাস কিন্তু কোনও দিনই এসবে সায় দেয়নি। সেই 'প্রামাণ্য' ইতিহাস বলছে, শাহজাহানের প্রিয়তম পত্নী আর্জুমন্দ বানু বেগম তাঁর চতুর্দশতম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে প্রয়াত হন। তাঁরই সমাধিসৌধ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল তাজমহল। এটির মুখ্য স্থপতি ছিলেন উস্তাদ আহমেদ লাহোরি।

শাহজাহানের ঠাকুরদা আকবরের সেনাপতি মান সিংহর নাতি, অম্বর-রাজ জয় সিংহর জমি ছিল ওটা। জয় সিংহ উত্তরাধিকার সূত্রে ওই জমি পান। তাঁর কাছ থেকে ওটি প্রিয়তম পত্নীর সমাধি সৌধ নির্মাণের জন্য নেন শাহজাহান। বিনামূল্যে নেননি।

বারবার বিপদে পাশে দাঁড়াচ্ছে ভারত, তবুও বিশ্বাসঘাতকতা করছে যে দেশগুলি

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাগুবে লন্ডভন্ড দেশটি। ইতিমধ্যেই দ্বীপরাষ্ট্রের ঘূর্ণিঝড় প্রাণ কেড়েছে ৬৯ জনের। প্রতিবেশী দেশটির সংকটে পাশে দাঁড়াতে 'অপারেশন সাগর বন্ধু' শুরু করেছে ভারত। ইতিমধ্যে ত্রাণসামগ্রী পাঠানো শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ভারতের বন্ধুত্বের দাম দেবে দ্বীপরাষ্ট্রে? নাকি অতীতের মতোই ফের নয়দিল্লির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চিনা ফাঁদে পা দেবে তারা?

বিগত কয়েক দশকে অতি দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রনেতাদের উত্থানে বদলে যাচ্ছে বৈশ্বিক কূটনীতি। ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কের পট পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপালের মতো একাধিক দেশে গণবিক্ষোভে শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন হয়েছে। এমনকী দিল্লির প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব দেখা যাচ্ছে। মজার হল যাদের জন্য চুরি তারাই বলে চোর প্রবাদবাক্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। শুরুতে বন্ধু থেকে ভারতশত্রু বনে যাওয়া তুরস্কের উদাহরণ টানা যায়।

এই সেদিনের কথা, ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ৭.৮ মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্প তছনছ হয়ে যায় তুরস্ক ও সিরিয়া। উভয় দেশ মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়ায়। কেবল তুরস্কে মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের বেশি। বরাবর মানবিক রাষ্ট্রনীতি ভারতের। দেরি না করে অপারেশন দোস্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। শুধু বিপুল পরিমাণ ত্রাণ পাঠিয়ে কর্তব্যে ইতি টানেনি দিল্লি, পাশাপাশি উদ্ধাকারী দল পাঠানো হয় সিরিয়ার ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে। বন্ধুত্বের এই ঋণ কীভাবে মেটাল তুরস্ক?

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলা সামরিক সংঘাতে হামলা চালাতে শুধু জেন দিয়ে সাহায্য নয়, পাকিস্তানে সেনাও পাঠিয়েছিল তারা। এখানেই শেষ নয়, কাশ্মীর ইস্যুতে



বিগত কয়েক দশকে অতি দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রনেতাদের উত্থানে বদলে যাচ্ছে বৈশ্বিক কূটনীতি। ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কের পট পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপালের মতো একাধিক দেশে গণবিক্ষোভে শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন হয়েছে। এমনকী দিল্লির প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব দেখা যাচ্ছে। মজার হল যাদের জন্য চুরি তারাই বলে চোর প্রবাদবাক্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। শুরুতে বন্ধু থেকে ভারতশত্রু বনে যাওয়া তুরস্কের উদাহরণ টানা যায়।

পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ায় তারা। রাষ্ট্রসংঘে সম্ভ্রাসবাদ ইস্যুতে ইসলামাবাদের পাশে দাঁড়ায়। সিঁদুর আবহে এহেন দু'মুখো সাপ তুরস্কের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি ওঠে দেশজুড়ে। তুর্কি বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনার সংস্থা সেলেবি অ্যাভিয়েশন ভারতে কাজ করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেদেশে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন ভারতীয় পর্যটকরা। নেটদুনিয়ায় ট্রেন্ডিং হয় বয়কট তুরস্ক। মোদা কথা, বন্ধুত্বের বদলা কৃত্রিম আচরণ করে দেশটি। উপকারী ভারতকে বিপদে ফেলেছে মালদ্বীপও। অথচ ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৬৫ সালে মালদ্বীপের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতই প্রথম দেশ হিসেবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সামগ্রিক উন্নয়নে এবং বিপদে বারবার দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এত কিছুর পরে ২০২৩ সালের নভেম্বরে মাসে মহম্মদ মুইজ্জু

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ইন্ডিয়া আউট নীতি শুরু করে মালদ্বীপ। আচমকাই ভারতকে দূরে ঠেলে চিনকে বড়দা বানায় তারা। এই সুযোগ কাজে লাগায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, মৎস্য উৎপাদন, ডিজিটাল পরিকাঠামো-সহ ছয়টি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দিল্লি-মালে। বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে খোদা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও। ২০২২ সালের মাঝামাঝি অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছোবলে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল পড়শি দেশ। দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছুঁয়েছিল। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে। পড়শি দেশের এই বিপদের দিনে দেবদূতের মতো পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। মোট ৪০০

কোটি ডলার শ্চভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা অর্থসাহায্য গিয়েছিল দিল্লি। সেকথা ভুলে চিনা নজরদারি জাহাজকে দ্বীপরাষ্ট্রের উপকূলে ঠাঁই দিয়েছিল শ্রীলঙ্কার নতুন সরকার। ভারতের আপত্তি উড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। মানবিক ভারত অবশ্য অতীতের অসৌজন্য উপেক্ষা করে প্রতিবেশী দেশের সংকটে পাশে দাঁড়িয়েছে আবারও। ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাগুবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার সাহায্য করতেই অপারেশন সাগর বন্ধু শুরু করেছে নয়াদিল্লি। প্রশ্ন হল, ভবিষ্যতে পালটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে না তো? যেমনটা হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। কোভিডের সময় ঢাকাকে অকাতরে টাকা বিলিয়েছিল যে ভারত, সেই দেশটিকেই এখন প্রধান শত্রু বানিয়ে ফেলেছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তরবর্তী সরকার। উপকারীকে বাঘে খায়, এই প্রবাদকে মান্যতা দিতে বন্ধপরিকর তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, নেপালের মতো দেশগুলি।

রাহু-কেতুকে সন্তুষ্ট রাখতে চান! একবার হলেও ভারতের এই মন্দিরগুলি ঘুরে আসুন



রাহু এবং কেতু। নাম দুটো শুনলেই অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের এই দুই রহস্যময় ছায়াগ্রহকে অনেকেই জীবনের আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের কারণ মনে করেন। যারা জীবনে এই দুই গ্রহের কু-প্রভাব কাটাতে চান। কিংবা জীবনের দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে কপাল ফেরাতে উদ্যোগ করছেন, তারা এই মন্দিরগুলি ঘুরে আসুন। ভারতে এমন কিছু প্রাচীন মন্দির রয়েছে, যা রাহু ও কেতুর বিগ্রহে উজ্জ্বল। কথিত আছে, এই মন্দিরগুলি একবার দর্শন করলে নাকি ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

শুধু তাই নয়, কপাল ফেরে ভক্তের। জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অবশ্যই দর্শন করুন এই মন্দিরগুলি।

শ্রীকালহস্তীশ্বর মন্দিরটি দেশের অন্যতম শৈব তীর্থক্ষেত্র। এখানে ভগবান শিবকে কালহস্তীশ্বর রূপে পূজা করা হয়। এই স্থানটি রাহু-কেতু ক্ষেত্র নামেও পরিচিত। একে দক্ষিণ কৈলাসম বলা হয়।

কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান শিবের ভক্ত কানাক্ষা নায়নের এখানে তাঁর চোখ উৎসর্গ করেছিলেন এবং মোক্ষ লাভ করেছিলেন। তামিলনাড়ুর তিরুনাগেশ্বরম নাগনাথর মন্দির রাহু স্থলম নামে পরিচিত। এটি কুস্বাকোনা মের কাছে অবস্থিত একটি শিব মন্দির। এটি নবগ্রহ স্থলের মধ্যে অন্যতম, যা রাহু গ্রহের প্রতিনিধিত্ব করে। এই মন্দিরে ভগবান শিব নাগানাথার এবং তাঁর সঙ্গী পার্বতী পিরাইসুদী আন্মান রূপে পূজিত হন। শ্রীনাগানাথস্বামী

মন্দিরটি কেতু স্থলম নামে পরিচিত।

তামিলনাড়ুর পুছমপুহার থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে মন্দিরটি অবস্থিত। এটিও নবগ্রহ মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত। কেতু গ্রহের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এখানে ভগবান শিবের রূপ নাগানাথ স্বামী পূজিত হন। তেলেঙ্গানার রাহু কেতু মন্দিরটি রাহু ও কেতু উভয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। ভক্তরা এখানে জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে এবং শান্তির জন্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন।

তামিলনাড়ুর শ্রী নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরে ভগবান শিবের নাম নীলকণ্ঠেশ্বর এবং দেবী পার্বতীর নাম আদি কামাক্ষী। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি কেতু মন্দির রয়েছে। ভক্তরা এখানে কেতুকে পূজা দিয়ে প্রসন্ন করেন।

সপ্তাহের কোন দিনে কোন দেব-দেবীর উপাসনা করবেন

আমাদের জীবনে সপ্তাহের প্রতিটি বারের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, সপ্তাহের সাতটি দিন নির্দিষ্ট কিছু দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত। এই বিশেষ দিনগুলিতে সেই নির্দিষ্ট শক্তির প্রতি ভক্তি নিবেদন করলে জীবনে শুভ ফল লাভ হবে। জেনে নিন, কোন বারে আপনার ইষ্টদেবতা রূপে কার উপাসনা করা শ্রেয়।

সপ্তাহের বার অনুসারে দেব-দেবীর আরাধনার দিন—

রবিবার

সূর্যদেব এবং মাতঙ্গীদেবীর পূজা করতে হয় এই দিন। এমনটা করলে জীবনে আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়ে এবং সমাজে মান-সম্মান লাভ হয়।

সোমবার

ভগবান শিব এবং মা কমলার পূজা করতে হয় এই দিন। দুধ, মধু ও বেলপাতা দিয়ে শিবের অর্চনা করলে মনের একাগ্রতা, স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

মঙ্গলবার

মা মঙ্গলচণ্ডী, মা বিপত্তারিণী, হনুমানজী ও মা বগলামুখী। মঙ্গলবার এই দেব-দেবীর পূজা করতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সাহস বাড়ে এবং মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

বুধবার

মা ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করতে পারেন বুধবার। এই



জেনে নিন সপ্তাহের কোন বারে কোন দেব-দেবীর পূজা করবেন

দিনে এই দেবীর উপাসনার পাশাপাশি শিশুদের উপহার দিলে জীবনে যোগাযোগের ক্ষেত্র উন্নত হয়।

বৃহস্পতিবার

মা তারা, লক্ষ্মী, গণেশ ও লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করতে পারেন বৃহস্পতিবার। এ ছাড়া মা তারার ছবিতে জবা ফুলের মালা দিয়ে অর্চনা করলে জীবনে আর্থিক সংকট দূর হতে পারে এবং বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা মেলে।

শুক্রবার

মাতা ভুবনেশ্বরী এবং মাতা সন্তোষীর পূজা করতে পারেন শুক্রবার। এই দুই মহাশক্তির প্রতি সমর্পণ জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়ক।

শনিবার

মাতা দক্ষিণাকালী, শনিদেব এবং অশ্বথ গাছের পূজা শনিবার করতে পারেন। শনিদেবের পূজা এবং অশ্বথ গাছের প্রতি শ্রদ্ধা জানালে জীবনের সকল বিপদ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। জীবনের পথ মসৃণ করতে ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে জ্যোতিষশাস্ত্র এই দৈনিক আরাধনার নিয়মগুলি পালনের পরামর্শ দেয়। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এই দেব-দেবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করতে পারেন।

এই সপ্তাহের রাশিফল.....

মেঘ রাশি

জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো ও অনুকূল হবে। এই সপ্তাহে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। আপনি ঘরে এবং বাইরে উভয় জায়গাতেই মানুষের সাহায্য ও সমর্থন পাবেন। এই সপ্তাহটি কর্মজীবীদের জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবেন। আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনার খ্যাতি বাড়তে থাকবে।

বৃষ রাশি

জাতকদের এই সপ্তাহে তাদের কাজে কোনও ধরনের অসাবধানতা এড়ানো উচিত। শরীরের প্রতিও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। অন্যথায় আপনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে হঠাৎ করে অতিরিক্ত কাজের বোঝা বাড়তে পারে। আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এই সময়ে, কিছু জিনিসের জন্য আপনার পকেট থেকে বেশি অর্থ ব্যয় করার কারণে আপনার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মিথুন রাশি

জাতকদের এই সপ্তাহে তাদের কাজের জন্য দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। শুধুই কর্মক্ষেত্রেই নয়, গৃহস্থালির কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তবে, আপনার প্রচেষ্টার ভালো ফল পাবেন। আপনার ব্যবসার সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি ব্যবসা বা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। এই সময়ে আপনার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট রাশি

জাতকদের এই সপ্তাহে তাদের ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও সাহসের মাধ্যমে সব কাজ করতে হবে। তবে কিছু বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন আপনি। যা আপনাকে খুব বুঝে শুনে সমাধান করতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে, বাড়ি এবং পরিবার সম্পর্কিত যেকোনও উদ্বেগ আপনার সমস্যার একটি বড় কারণ হয়ে উঠবে। এই সময়ে, জমি ও বাড়ি কিনতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি অর্জনে বাধা আসতে পারে। তাই আগে থেকেই সাবধান হয়ে যান।

সিংহ রাশি

জাতকদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। এই সপ্তাহে আপনি আপনার সমস্ত শক্তি প্রদর্শনের সঙ্গে আপনার কাজগুলি শেষ হবে। সপ্তাহটি শুরু হবে কিছু ভালো খবর দিয়ে। যার ফলে আপনার বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। চাকরি ও ব্যবসা উভয় দিক থেকেই এই সময়টি আপনার জন্য শুভ। এই সময়ে, যদি আপনি আপনার কাজ পরিকল্পিতভাবে করেন, তাহলে আপনার বিশেষ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা রাশি

কন্যা রাশির ব্যক্তিদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। এই সপ্তাহে, আপনার ভাগ্যের দ্বার খুলবে। কখনও আপনার কাজের জায়গায় ও ব্যবসায় বিশ্বাসঘাতকতা করবেন অনেকে। সপ্তাহের শুরুতে কেরিয়ার ও ব্যবসায় প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ার কারণে ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সহায়তা না পাওয়ার কারণে আপনি কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন। এই সময়ে, কিছু আকস্মিক সমস্যা আপনার লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে।

তুলা রাশি

তুলা রাশির ব্যক্তিদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এই সপ্তাহে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সব কাজ করতে পারবেন। এই সপ্তাহে আপনার ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। আপনি জীবনে এগিয়ে যাওয়ার দুর্দান্ত সুযোগ পাবেন। সপ্তাহের প্রথমার্ধে আপনার আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। আয়ের আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাবেন। ব্যবসায় আপনি কাঙ্ক্ষিত লাভ পাবেন। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। পাইকারি ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি খুবই শুভ।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি খুবই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাবে। এই সপ্তাহে, আপনার ছোট ছোট কাজগুলি শেষ করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করলে জীবনে এগোতে পারবেন। আপনি যদি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হন তবে বাজারে আপনার সুনাম বাড়বে। নতুন ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি অর্জনের জন্য ধৈর্য ধরে পরিকল্পনা করার প্রয়োজন

আছে। আপনি যদি বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করেন, তবে আপনাকে এর জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি শুভ হতে চলেছে। বেশ কিছুদিন ধরে বলে থাকা কাজটি এই সপ্তাহে শেষ করতে পারবেন আপনি। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে বেকার ছিলেন, তাহলে এই সপ্তাহে আপনার কাজের বন্ধু বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে একটি বড় সুযোগ পেতে পারেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে দূরে ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে।

মকর রাশি

জাতক জাতিকাদের এই সপ্তাহে তাদের কথাবার্তা ও আচরণের উপর অনেক নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। মানুষের সঙ্গে আপনার আচরণ সঠিক রাখুন, আপনার কথাবার্তায় মিষ্টিভাব বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, কাজের সূত্রে হঠাৎ করে আপনাকে দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারে।

কুম্ভ রাশি

ব্যক্তিদের জন্য এই সপ্তাহটি গত সপ্তাহের তুলনায় ভালো হবে। এই সপ্তাহে আপনি শুভাকাঙ্ক্ষি ও ভাগ্যবানদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তুমি সাফল্য ও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে অনুকূল হতে শুরু করবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে। ব্যবসায় লাভ হবে। এই সপ্তাহে আপনার সরকারের সঙ্গে যুক্ত কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন রাশি

জাতক জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি শুভ হতে চলেছে। সিনিয়ররা চাকরিজীবীদের কাজের প্রশংসা করবেন। এমনকি আপনার বিরোধীরাও আপনার কাজের প্রশংসা করবেন। এই সপ্তাহে আপনার আর্থিক অবস্থা আরও ভালো হবে। অতিরিক্ত আয়ের উৎস তৈরি হবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

বুমেরাং হতে পারে এসআইআর! নয়া কৌশল নিয়ে বুধেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বঙ্গ বিজেপি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি: নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে ঘেঁটে ‘ঘ’ বঙ্গ বিজেপি। ভোটার তালিকা সংশোধন হলে বাংলা জয় দরজায় কড়া নাড়বে বলে মনে করেছিল বঙ্গের গেরুয়া শিবির। কিন্তু বাস্তব যে অনেক কঠিন তা স্পষ্ট হয় তালিকা সংশোধন শুরু হতেই। বুমেরাং হচ্ছে ধর্মীয় মেরুক্রমের রাজনীতি। তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হিন্দু নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পরার সম্ভাবনা প্রবল। তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হচ্ছে বঙ্গ বিজেপি নেতাদের। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী কৌশল ঠিক করতে আগামিকাল বুধবার দিল্লিতে বঙ্গ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে দলের শীর্ষনেতৃত্ব। বৈঠকে থাকার কথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বি এল সন্তোষ, পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্যর। বাংলার তরফে বৈঠকে থাকবেন রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার-সহ রাজ্য নেতৃত্ব। নির্বাচন কমিশন বাংলায় নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের দিনক্ষণ ঘোষণা করার পরই মুখের হাসি চওড়া হয় বঙ্গের গেরুয়াকুলের শীর্ষ নেতাদের। তালিকা সংশোধন হলেও ব্যাপক হারে মুসলিম ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। যা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাঙ্ক বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু তালিকা সংশোধনের প্রথম

পর্যায়ের কাজ যতো এগিয়েছে ততই চিন্তা বেড়েছে শমীক, সুকান্ত ও শুভেন্দুদের। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত যত নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তার বড় অংশই বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক। অর্থাৎ হিন্দু ভোটার। দলের নিচুতলা থেকে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তেমনই রিপোর্ট এসেছে বলে নেতা। তাই বিষয়টি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি পরবর্তী কৌশল ঠিক করতেই এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের ওই নেতা জানান, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উপর যেমন চাপ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তেমনই চলবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের উপর চাপ সৃষ্টি করার কাজ চলবে। সেই সঙ্গে আর কী কৌশল নেওয়ার প্রয়োজন তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও বৈঠকের বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি এর মাঝে নেতাদের চিন্তা বাড়িয়েছে রাজ্য কমিটি ঘোষণা। কারণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। রাজ্য নেতাদের ধারণা, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। এর মধ্যে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রাস্তায় নেমে আসবে। ফলস্বরূপ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে হতাশা আসতে পারে।

বিরোধীদের চাপে আগামী সপ্তাহেই এসআইআর আলোচনায় রাজি কেন্দ্র, জানা গেল দিনক্ষণ

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : বিরোধীদের প্রবল চাপে অবশেষে এসআইআর নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই আলোচনা হবে সংসদে। সম্ভবত ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর আলোচনা হবে এসআইআর নিয়ে। ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ হয়েছে আলোচনার জন্য। উল্লেখ্য, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়েছে বিরোধীরা। সূত্রের খবর, শীতকালীন অধিবেশনে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করেছে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল। জানা গিয়েছে, আগামী ৮ ডিসেম্বর, সোমবার বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হবে সংসদে। তার পরের দুই দিন স্থির করা হয়েছে এসআইআর নিয়ে আলোচনার জন্য। অর্থাৎ ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর আলোচনা হবে এই বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে। ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ হয়েছে এই দুই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার বন্দে মাতরম নিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং।



কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ বলেন, “বিএসির বৈঠকে আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বন্দে মাতরম এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আলোচনা হবে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থাকবেন সংসদে। তিনিই বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনার সূচনা করবেন।” পরে

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও জানান, ৯ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে সংসদে শুরু হবে এসআইআর আলোচনা। তবে সেই আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন কিনা তা জানা যায়নি। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আলোচনার দাবিতে তপ্ত হয়ে উঠেছে সংসদ। সোমবার দফায় দফায় মূলতুবি করে দিতে হয় লোকসভার অধিবেশন। সেই একই ছবি মঙ্গলবারও। এদিনও বিরোধী শিবির সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ দেখানোয় দফায় দফায় মূলতুবি করে দিতে হয় অধিবেশন। সরকার দাবি না মানায় সংসদ চত্বরে ফের বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে বিরোধী শিবির। সেই বিক্ষোভের চাপে এবার সুর নরম করল কেন্দ্র।

‘সঞ্চার সাথী’র মাধ্যমে আমজনতার ফোনে নজরদারি! বিতর্কের জেরে পিছু হটল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : বিতর্কের জেরে নতিস্বীকার! ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ ইস্যুতে পিছু হটল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়া জানিয়ে দিলেন, ‘ওই অ্যাপ ফোনে রাখাটা বাধ্যতামূলক নয়। কেউ জানলে ডিলিট করে দিতে পারবেন।’ একদিন আগেই মৌখিকভাবে কেন্দ্র মোবাইল সংস্থাগুলিকে জানিয়ে দেয়, প্রতিটি স্মার্টফোনে বাধ্যতামূলকভাবে ইনস্টল করতে হবে সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ। চাইলেও যা ডিলিট করতে পারবেন না গ্রাহকরা। বলা হয়েছে ৯০ দিনের মধ্যে যে সব স্মার্ট ফোন বাজারে নতুন করে আসবে, সমস্ত স্মার্টফোনে এই অ্যাপটি প্রি লোড করতে হবে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল প্রস্তুতকারী এবং ব্যবহারকারী দেশগুলির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ভারত। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১.২ বিলিয়নেরও

বেশি। এই সমস্ত ফোনেই বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি অ্যাপ যুক্ত করতে চাইছে কেন্দ্র। নয়া এই অ্যাপের নাম ‘সঞ্চার সাথী’।

সাইবার প্রতারণা রোধের পাশাপাশি চুরি বা হারিয়ে যাওয়া ফোন ট্র্যাক, কালোবাজারে নকল ফোন বিক্রি রূখতে কার্যকরী অ্যাপটি। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী এই অ্যাপ ব্যবহার করে এখনও পর্যন্ত ৭ লক্ষ চুরি যাওয়া ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যার মধ্যে ৫০ হাজার ফোন শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই উদ্ধার করা হয়েছে। ওই সঞ্চার সাথী অ্যাপ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পরই ফুঁসে ওঠে বিরোধী শিবির। বিরোধীদের দাবি সাইবার নিরাপত্তার নামে আসলে আমজনতার ফোনে নজরদারির চেষ্টা করছে মোদি সরকার। এই নতুন অ্যাপের মধ্যে পেগাসাস ‘জুজু’ দেখছে বিরোধীরা।

লোকসভার বছরে বিজেপিকে ৭৫৭ কোটির অনুদান টাটা গোষ্ঠীর! ছিটেফেঁটা পেল বিরোধীরা

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়েছে নির্বাচনী বন্ড। কিন্তু এখনও বড় অঙ্ক চাঁদা পাওয়া বন্ধ হয়নি রাজনৈতিক দলগুলির। নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অনুদান পাচ্ছে তারা। তবে বন্ডের মতো এই অনুদান গোপন নয়। প্রকাশ্যে এর খতিয়ান পাওয়া যায়।

নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি সেই খতিয়ান প্রকাশ করেছে। তাতে রীতিমতো বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। প্রত্যাশিতভাবেই লোকসভা ভোটের বছর বিরোধীদের থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক চাঁদা পেয়েছে বিজেপি। অনেক পরে কংগ্রেস।

তৃণমূল, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মতো দলগুলি ইলেকটোরাল ট্রাস্টের মাধ্যমে চাঁদা পেয়েছে নামমাত্র। রাজনৈতিক ট্রাস্টের মাধ্যমে বিজেপির চাঁদা প্রাপ্তির অঙ্ক ৯৫৯ কোটি। এর সিংভাগই দিয়েছে টাটা গোষ্ঠী। সব মিলিয়ে নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ৩১৩ কোটি। টাটা গোষ্ঠীর ১৬টি সংস্থা সম্মিলিতভাবে প্রোগ্রেসিভ ইলেকটোরাল ট্রাস্ট নামের এক সংস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক

‘অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি লাল কার্পেট পাতব?’ রোহিঙ্গা ইস্যুতে কড়া সুর সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নতুন দিল্লি : “অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি আমাদের রেড কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া উচিত?” ভারতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক মামলায় কড়া সুরে এমনই প্রশ্ন তুলল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। স্পষ্ট ভাষায় সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল রোহিঙ্গাদের আইনি মর্যাদা নির্ধারণ না করে তাঁদের অধিকার নিয়ে কোনও আলোচনা করা যাবে না। একইসঙ্গে আদালত প্রশ্ন তুলেছে, “ভারত সরকার কি কখনও রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে?” জেলবন্দি রোহিঙ্গা উদাস্তরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের

কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এমনই অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। আবেদনকারী পক্ষের দাবি ছিল, রোহিঙ্গাদের যদি ভারত থেকে বের করে দিতে হয় তবে তা আইন অনুযায়ী হওয়া উচিত। আবেদনে অভিযোগ জানানো হয়, গত মে মাসে দিল্লি পুলিশ কিছু রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল। তারপর থেকে আর তাঁদের কোনও খোঁজ নেই। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। শুনানির শুরুতেই এই বিষয়ে বিচাপতি প্রশ্ন

করেন, “ভারত সরকারের কি এমন কোনও নির্দেশ রয়েছে যেখানে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে? যদি কেউ এখানে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তাহলে তাঁদের এখানে রাখার জন্য আমাদের কি কোনও বাধ্যবাধকতা রয়েছে? যদি ওদের ভারতে থাকারাইনি অধিকার না থাকে এবং তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হয়, তাহলে সেই সব অনুপ্রবেশকারীকে স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া উচিত?” এই প্রেক্ষিতে আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য শরণার্থী

মর্যাদা চাইছেন না তাঁরা। শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী নির্বাসন প্রক্রিয়া হোক এটাই চান। উত্তরে প্রধান বিচারপতি বলেন, “প্রথমে, আপনি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা বেড়া টপকে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকলেন। তারপর আপনি বলছেন, এখন যেহেতু আমি এসেছি, ভারতীয় আইন আমার উল্লম্বপ্রযোজ্য হওয়া উচিত, এবং আমার সন্তানদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা কি ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নাগরিক রয়েছে যাঁদের দিকে মনোযোগ দেওয়া বলা হবে, রোহিঙ্গাদের জন্য শরণার্থী

পাশাপাশি এটাও জানান, অবৈধভাবে কেউ প্রবেশ করলেও তাঁদের উপর নির্যাতন করা উচিত নয়। উল্লেখ্য, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব এর আগেও দেখিয়েছে দেশের বিচার ব্যবস্থা। এই বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার তামিল শরণার্থীদের নিয়ে আরেকটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে ভারত সারা বিশ্বের শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল হতে পারেনা। এই দেশ কোনও ধর্মশালা নয়। এছাড়া, মে মাসে, আদালত আরেকটি আবেদনে মন্তব্য করেছিল, রোহিঙ্গাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার গল্পটি রূপকথার মতো শোনাচ্ছে।

নায়ক হিসেবে পর পর ফ্লপ, এবার পরিচালনায় হাত পাকাচ্ছেন সলমন! দাবাং ৪ দিয়েই হাতেখড়ি?

বছরখানেক ধরেই মন্দা কেরিয়ার সলমন খানের। যদিও তাতে ভাইজানের স্টারডমে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। এমনকী সুপারস্টারের বুলিতেও একাধিক সিনেমার কাজ। তবে অভিনেতা হিসেবে বক্স অফিসে সেভাবে নম্বর তুলতে পারছেন না তিনি।

এবার গুঞ্জন, ফিল্মি কেরিয়ারের মোড় ঘোঁরতে পড়িয়া

ক ব তে সলমন খান।

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে খুব শিগগিরিই দাবাং ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ ছবি আসার কথা জানিয়েছেন আরবাজ খান। ইতিমধ্যেই নাকি চিত্রনাট্যের খসড়া প্রস্তুত। বেশ কিছু কাজও এগিয়েছে।

তবে পরিচালকের আসনে কাকে দেখা যাবে? সেটা খোলসা করেননি আরবাজ।

এবার বিটাউনে কানাঘুষো, দাবাং ৪ দিয়েই নাকি পরিচালক হিসেবে নাম লেখাতে চলেছেন সলমন খান। এর আগে দাবাং পরিচালক অনুভব কাশ্যপের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে পরবর্তী দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিচালনার ভার বর্তেছিল যথাক্রমে আরবাজ খান এবং প্রভু দেবার উপর।

তবে বলিমহলে কান পাতলে শোনা যায়, সলমনই নাকি নেপথ্যের চাবিকাঠি ঘোরাতে সেটে। এমন বিস্ময়কর অভিযোগ অবশ্য অনুভব কাশ্যপও তুলেছিলেন বলিউড সুপারস্টারের বিরুদ্ধে। এবার কি তবে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালকের আসনে বসতে চলেছেন সলমন? তেমনটাই গুঞ্জন।

বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, নির্মাতারা এখনই সবটা খোলসা করতে নারাজ। তবে কাজ এগোচ্ছে নীরবে। নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে শুরু হবে দাবাং ৪-এর শুটিং। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পনেরো বছর পূর্তি হয়েছে সলমনের। তবে উদযাপনের পরিবর্তে

খান উদ্দেশ্যে পরিবারের লাগাতার কাদা ছোড়া শুরু করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা

করেন অজিতা



সানি-ববি আয়োজিত স্মরণসভায় ব্রাত্য সৎ মা!

হোমার বাড়িতে আলাদা করে ধর্মেন্দ্রর জন্য পূজোপাঠ

দীর্ঘ অসুস্থতার পর চলতি সপ্তাহে প্রয়াত হয়েছেন কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র শোকে। আবহ দেওল পরিবারে। বাবাকে হারিয়ে শোকে পাথর সানি, ববি ছাড়াও এষা ও অহনা।



বৃহস্পতিবার সানি ও ববির তরফে মুম্বইয়ের অভিজাত এক হোটেলে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ইন্ডাস্ট্রির বিশিষ্টজনেরা অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। উদযাপিত হয় ধর্মেন্দ্রর চলচ্চিত্রময় জীবন। সমস্তটাই হয় সানি ও ববির তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এসবের মধ্যে কারও নজর এড়ায়নি যে বিষয় তা হল, ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভায় ছিলেন হেমা মালিনী ও তাঁর দুই মেয়ের অনুপস্থিতি। সানি-ববি আয়োজিত স্মরণসভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরও। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে অজিতা ও বিজয়েতা। তবে সেসবের মাঝেও হোমার অনুপস্থিতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভার ভিডিও। এদিন সেই স্মরণসভায় এসেছিলেন রেখা, জ্যাকি শ্রফ, শাবানা আজমি, সলমন খান, শাহরুখ খান, আরিয়ান খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা প্রমুখ। তবে সেখানে যোগদান না করলেও হেমা এদিন নিজের বাড়িতে ধর্মেন্দ্রর স্মৃতিতে পূজোপাঠ করেন। এদিন সানি ও ববি আয়োজিত স্মরণসভা থেকে বেরিয়ে সোজা হোমার বাড়িতে যান গোবিন্দা-জায়া সুনীতা আত্মজা। হোমার বাড়িতে ঠিক কীভাবে সবটা আয়োজন হয়েছে তা সুনীতাই ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, “হোমাজির বাড়িতে ভজন ও ভগবত গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল।

দেশের ‘প্রকৃত বন্ধু’কে স্বাগত

আয়ুত্মান খুরানার

ভারতের দূত হিসেবে বলিউড তরকা আয়ুত্মান খুরানা ভারতের মাটিতে ফুটবল জগতের নক্ষত্র তথা ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত ডেভিড বেকহ্যামকে স্বাগত জানান। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই দুই তারকাই নিজেদের পরিচিত, সাফল্যকে পাথেয় করে এগিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করেছেন। ভেবেছেন শিশুদের ভবিষ্যতের কথাও। এবাড়ো তার অন্যথা হল না। বেখ্যামকে ভারতের মাটিতে স্বাগত জানিয়ে আগামী পরিকল্পনাই যেন সারেন তাঁরা। আলোচনায় উঠে আসে শিশুদের প্রসঙ্গ। তারা যাতে স্বপ্ন দেখতে পারে, আগামীতে শিখতে পারে, শিক্ষার আলো পায় সেই বিষয় তো বটেই একইসঙ্গে সমাজের নানা বিষয়ের উন্নতি নিয়ে বার্তালাপ হয় দু’জনের। ভারত সফরে এসে প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবল অধিনায়ক বিশাখাপল্লমের একটি স্কুল পরিদর্শন করেন।

টিআরপি বাড়তেই ‘চিরদিনই তুমি যে আমারে’ ইউটার্ন জীতুর, ভগবান দর্শকদের জন্যই প্রত্যাবর্তন আর্থর

চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে কি জীতু কমলকে আর দেখা যাবে? নায়ক-নায়িকার দ্বন্দ্বের জেরে দিন কয়েক ধরেই এহেন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির অন্তরে। সেটে অপু-আর্থর সমীকরণ নিয়ে হাজারও ফিসফাস। যদিও জীতু-দিত্তিপ্রিয়ার মনোমালিন্যের গুঞ্জে চড়চড়িয়ে বেড়েছে টিআরপি, তবে অনুরাগীরা কৌতুহলী, আর্থ কি বদলে যাবে? যাবতীয় জল্পনার মাঝেই সুখবর দিলেন অভিনেতা।

চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে নায়ক বদল হচ্ছে না। জীতু কমলকেই দেখা যাবে আর্থর সিংহ রায়ের চরিত্রে। টিআরপির ফলপ্রকাশের পরই বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অভিনেতা জানান, শুধুমাত্র কলাকুশলী এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে ফিরতে বাধ্য হলাম। জীতুর কথায়, ২০০৮ থেকে আমি ক্যামেরার সামনে কাজ শুরু করি। ২০০৮ থেকে আজ ২০২৫ সালের শেষ লগ্ন পর্যন্ত আমি যতটুকু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, তার ৮০

শতাংশ কৃতিত্ব আমাদের টেকনিশিয়ান দাদা-বন্ধুদের। বাড়িয়ে বলছি না, বা বিনয় দেখাচ্ছি না। সেটা আমার ফ্লোরে এসে টেকনিশিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন।

প্রসঙ্গত, নায়ক-নায়িকার দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকের শুটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সোমবার বৈঠকে বসে ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা। শোনা গিয়েছিল, বৈঠক করেও নাকি মেটানো যায়নি জীতু ও দিত্তিপ্রিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে চলা এদিনের বৈঠকের মাঝেই নাকি হঠাৎই বেরিয়ে যান জীতু। অতঃপর আগামীতে ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎ কী? তা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছিল সকলের মনেই। এমতাবস্থায় নায়ক বদলের কথাও শোনা যায়। গুঞ্জন ওঠে, সংশ্লিষ্ট চরিত্রে জীতুর পরিবর্তে রণজয় বিষুকে দেখা যেতে পারে। তবে বৃহস্পতিবার টিআরপির ফলপ্রকাশ হতেই জীতু কমল জানান, আর্থর চরিত্রে তিনিই থাকছেন।

অভিনেতার সংযোজন, টিভির কাজে কোনও কোনও চরিত্র ব্যাপকভাবে মানুষের



মনে জায়গা করে নেয় আর সেখানে মহিলা চরিত্রের সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম পুরুষ চরিত্র তৈরি হয়। যেমন- সাধক বামাম্বাপা, অরণ্য সিংহ রায়, মল্লার সেন ইত্যাদি। তেমনই জি বাংলা এবং এসভিএফ প্রযোজিত এবং অমিত সেনগুপ্তর পরিচালনায় আর্থ সিংহ রায় এই চরিত্রটি বহুদিন বাদে পুরুষ চরিত্র হিসেবে দারুণ ভাবে জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। এর পুরো কৃতিত্ব তো লেখক, প্রযোজক, পরিচালকের। আর সর্বোপরি আমার ভগবান

দর্শকের। ভনিতা না করেই বলছি, শুধুমাত্র আমার টেকনিশিয়ানস এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও চিরদিনই তুমি যে আমার প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলাম।

আশা রাখি আর কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। একই ভাবে আবারও সুন্দরভাবে আপনাদের মনোরঞ্জন করব বলে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। এদিকে জীতুর ধারাবাহিকে ফেরার খবরে স্বস্তিতে আর্থ অনুরাগীরাও।

জন্মনার অবসান, কমনওয়েলথ গেমস আহমেদাবাদেই

২০৩০ সালে শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতার



আহমেদাবাদ (সংবাদ সংস্থা):

জন্মনার অবসান। কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজনের দায়িত্ব পেল ভারত। ২০৩০ সালে শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই গেমসের। আর শতবর্ষে এই প্রতিযোগিতা বসবে নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য আহমেদাবাদেই। বুধবার, গ্লাসগোতে বার্ষিক সাধারণ সভায় আহমেদাবাদকে সিলমোহর দিয়েছে ৭৪ সদস্য দেশ।

ভারতের অলিম্পিক সংস্থার

সভাপতি পিটি উয়ার হাতে এই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং গুজরাট সরকারের প্রতিনিধিকারী একটি প্রতিনিধি দল এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সরকারিভাবে দরপত্র জমা দিয়েছিল আগেই। লন্ডনে কমনওয়েলথ স্পোর্টসের কাছে তারা এই বিড করেছিল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

হর্ষ সাংঘি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, কমনওয়েলথ গেমসের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আহমেদাবাদকে আয়োজক শহর হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। ২৭ আগস্ট মেগা এই প্রতিযোগিতা বিড করার অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য বিড করে ভারত। আর এদিন বুধবার শচ্ছ নভেম্বর কমনওয়েলথ

স্পোর্টস গভর্নিং বডির বৈঠকে অনুমোদন পেয়ে গেল আহমেদাবাদ।

এমন ঘোষণার পরেই স্কটল্যান্ডের জেনারেল অ্যাসাম্বলিতে বাঁধভাঙা উচ্ছাস দেখা যায়। ২০ জন গরবা নৃত্যশিল্পী এবং ৩০ জন ঢোল বাদক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অ্যাসাম্বলি হল আলোকিত হয়। 'নিউ এজ গেমস ফর এ নিউ সেঞ্চুরি' অর্থাৎ নতুন শতকের জন্য নতুন আঙ্গিকের গেমস, এই স্লোগানকে সামনে রেখে আহমেদাবাদকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা সকলকে মুগ্ধ করেছে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ হিসাবে ভারত এই ক্রীড়ায়জ্ঞে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে, তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

এর আগে ২০১০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছিল ভারত। আয়োজক হিসাবে আহমেদাবাদ বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো বহন করতে প্রস্তুত। তাছাড়াও এখানকার ক্রীড়া সংস্কৃতিও উন্নত মানের। আন্তর্জাতিক স্তরের ইভেন্ট

পরিচালনার অভিজ্ঞতার জন্যও পরিচিত এই শহর।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল আয়োজিত হয়েছিল এই শহরেই। সেই কারণেই আয়োজক শহর হিসাবে আহমেদাবাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কমনওয়েলথ স্পোর্টসের সভাপতি ড. ডোনাল্ড রুকারে বলেছেন, ভারতে খেলার সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন রয়েছে। ২০৩০ সালে ১০০ বছরে পড়বে কমনওয়েলথ গেমস। আমাদের আশা, ভারতে আমরা উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিচয় আমরা দেখতে পাব। অসাধারণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রইলাম। উল্লেখ্য, ১৯৩০ সালে কানাডায় আয়োজিত হয়েছিল প্রথম কমনওয়েলথ গেমস।

২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আহমেদাবাদে আয়োজনের ফলে বিরাট সংখ্যক অ্যাথলিট, কোচ, কর্মকর্তা, সমর্থক, মিডিয়া কর্মীরা ভারতে আসবেন। এতে দেশের পর্যটন, হসপিটালিটি, বাজার, পরিবহণ খাতে অর্থনৈতিক

গতি বৃদ্ধি পাবে। কমনওয়েলথ গেমস কেবল ক্রীড়া উৎসবই নয়, এতে ক্রীড়া বিজ্ঞান, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে ব্রডকাস্টিং, আইটি এবং জনসংযোগ-সহ বহু খাতে কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এরই মধ্যে আহমেদাবাদে বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬ কোয়ালিফায়ার, কমনওয়েলথ ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ।

সামনের বছর বসতে চলেছে এশিয়ান ওয়েটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়া প্যারা-আচারি বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট। তাছাড়াও আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালও আহমেদাবাদেই হবে। তাই আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ আয়োজনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আয়োজকরা। তাছাড়াও ভারতের আগামী লক্ষ্য, ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন। দীর্ঘদিন ধরেই এ ব্যাপারে অলিম্পিক কমিটির সঙ্গে আলোচনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার আগে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন বাড়তি অগ্নিজন ভারতের জন্য।

২৯১ দিন পর দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তনেই হিট, ধোনির শহরে 'বিরাট' সেঞ্চুরি

কোহলির

রাঁচি (সংবাদ সংস্থা): সিডনিতে সেঞ্চুরি পাননি। তবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর রানের খিঁদে আগের মতোই। যে দলটা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হেরে মানসিকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে, সেই দলটাকে রাজার মতো সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে চাঙ্গা করে দিলেন। রাঁচি যে বরাবরই তার পয়া, তা আবারও প্রমাণ হল। মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে এই নিয়ে তিনটি সেঞ্চুরি করলেন বিরাট।

২৯১ দিন পর দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির। রাঁচিতে আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড গড়ে ৫১ বলে ৫৭ রানে আউট হন হিটম্যান। কিন্তু বিরাটকে দমানো যায়নি। রাঁচিতে আন্তর্জাতিক ওয়ানডেতে ৫২তম সেঞ্চুরি হাঁকালেন কিং। জানসেনের বলে চার মেরে ১০২ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করলেন তিনি। সেঞ্চুরির পর চেনা ভঙ্গিতে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। যা প্রাণ সঞ্চারিত করল গোটা স্টেডিয়ামে। এক সমর্থক তো নিরাপত্তার বেষ্টিতীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঠে ঢুকে কোহলির



পায়ে পড়. লেন। তাঁকে অবশ্য ত ৭ক্ষ ৭১৭ সিরিয়ে নেওয়া হ য। দিন ২৮০ পর সেঞ্চুরি করলেন কোহলি। চলতি বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেঞ্চুরি বি. ক বৈ ছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব মিলিয়ে ৮৩তম সেঞ্চুরি তাঁর। শীর্ষে থাক ১ শচীনে ব থেকে এখন ধাপ পিছনে তিনি।

বিশ্বজয়ের পুরস্কার, পদোন্নতি প্রতীকা-স্নেহ-রেণুকার

নতুন দিল্লি (সংবাদ সংস্থা): বিশ্বকাপে দূরন্ত ফর্মে ছিলেন প্রত্যেকেই। কেউ ব্যাটে, তো কেউ বলে ভারতকে বিশ্বকাপ জিতে সাহায্য করেছেন। এবার তিন বিশ্বজয়ী কন্যাকে পুরস্কৃত করল ভারতীয় রেলওয়ে। প্রতীকা রাওয়াল, স্নেহ রানা ও রেণুকা সিং ঠাকুরের পদোন্নতি হল ভারতীয় রেলে।

গ্রুপ বি স্পেশাল ডিউটি স্পোর্টস অফিসার গ্রেড পোস্টে তিন ক্রিকেটারের পদোন্নতি হয়েছে। যার সুবাদে তিন ক্রিকেটার গ্রুপ বি গেজেটেড অফিসারদের সমতুল্য বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাবেন। শুধু আর্থিক নিরাপত্তা নয়, পাশাপাশি তাঁদের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হবে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই পদক্ষেপ আরও বেশি মহিলাকে ক্রিকেটে আসতে উৎসাহিত করবে। এর আগে নভেম্বরে প্রতীকা, স্নেহ ও রেণুকাকে সংবর্ধিত করেছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

প্রতীকা এই মুহূর্তে পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ক্লার্ক। অন্যদিকে রেণুকা পূর্ব রেলওয়ের জুনিয়র ক্লার্ক। স্নেহ রানা এখন ওই বিভাগেরই টিকিট ক্লার্ক। বিশ্বকাপে তিন ক্রিকেটারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ৬ ম্যাচে মাত্র ৩ উইকেট পেয়েছেন রেণুকা। তবে গোটা



টুর্নামেন্টেই কম রান দিয়েছেন। ফাইনালে ৮ ওভারে মাত্র ২৮ রান দেন। রেণুকাকে গ্রামবাসী এবং স্থানীয় প্রশাসন সংবর্ধনা দিয়েছে। অন্যদিকে প্রতীকা চোটের জন্য সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলতে না পারেননি। বিশ্বকাপ জয়ের পথে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন। ৫১.৩৩ গড়ে ৩০৮ রান করেছেন। সর্বোচ্চ ১২২ রান। চোটের জন্য দলে না থাকলেও প্রতীকা হুইল চেয়ারে বসে সতীর্থদের সঙ্গে সেলিব্রেট করেন বিশ্বজয়ের মুহূর্ত। স্নেহ রানা ৬ ম্যাচে জুজুউকেট পান। পাশাপাশি ৯৯ রান করেছেন। বিশ্বকাপ জেতার জন্য বিসিসিআই-সহ বিভিন্ন মহল থেকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।